## সাতদিন

**৩০ আগস্ট :** সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল করেছে হাইকোর্ট। মোশতাক, সায়েম ও জিয়ার ক্ষমতা দখল অবৈধ।

মধ্যরাতে আপিল বিভাগের রায় স্থগিত, সরকার বিব্রত।

৪ র‍্যাব সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগে ৫ বছর কারাদণ্ড।

**৩১ আগস্ট :** ফরিদপুর-১ উপনির্বাচন। কঠোর নিরাপত্তায় জাল ভোট প্রদান। জোটপ্রার্থী শাহ্ জাফর জয়ী।

গুলশন-বনানীর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারেরগুলোকে বাড্ডায় পুনর্বাসন। কর্মকর্তাদের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

**১ সেপ্টেম্বর :** ৬৩ জেলায় বোমা হামলার অভিযোগে আটক সবার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত। বিএনপির মিছিলের কারণে ঢাকায় প্রচণ্ড যানজট।

৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় দুই মাস স্থগিত করলো সুপ্রিম কোর্ট।

**২ সেপ্টেম্বর :** আগামী বছর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষায় একমুখী শিক্ষা। বড় ধরনের সংস্কার প্রস্তাব।

রাজধানীতে ডেঙ্গু ও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি। হাসপাতালে প্রতিদিন ভিড় বাড়ছে।

**৩ সেপ্টেম্বর :** নাইক্ষ্যংছড়িতে ৮ হাজার রাউন্ড গুলিসহ ২০টি একে ৪৭ উদ্ধার।

এরশাদ-বিদিশা নাটকের তিন মাস পূর্তি। তালাক কার্যকর।

যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের ভাগ্য অনিশ্চিত ৪ সংস্কার বাগড়া।

**৪ সেপ্টেম্বর :** জ্বালানি তেলের দাম আবার বাড়লো। আজ থেকে কার্যকর।

সংরক্ষিত নারী আসনে ৩৬ প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা করতে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী।

**৫ সেপ্টেম্বর :** অফিসের সময় পরিবর্তন ও সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন করার প্রস্তাব।

আজ থেকে বাস ভাড়া বাড়ছে।

নতুন ক্যাবল টিভি নীতিমালা। সরকারের অনুমতি ছাড়া পে-চ্যানেল চালু করা যাবে না।

# বাড়ছে তেলের দাম কমছে মানুষের দাম

**সাজেদুর রহমান**

জ্বালানি তেলের দাম আবার বাড়লো। জোট সরকার এ নিয়ে সাতবার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালো। এর আগে সর্বশেষে গত ১৯ মে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় সরকার। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দর বেড়ে যেভাবে ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারে উঠেছে তাতে এটি না বাড়িয়ে কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু সরকার একদিকে মূল্যস্ফীতি কমাতে ব্যাংক ঋণ সংকোচন ও সুদের হার বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে বিকল্প ব্যবস্থা না নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএফএফের চাপে দফায় দফায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়াচ্ছে। তেলের দাম বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে বৈ কমবে না।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বাড়বে উৎপাদন ব্যয়, বাধাগ্রস্ত হবে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ, ব্যাহত হবে সরকারের বহুল প্রতিশ্রুতি দারিদ্র্য বিমোচন বাস্তবায়ন। কমবে শ্রমিক ও ভোক্তার প্রকৃত আয়।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বাড়বে উৎপাদন ব্যয়, বাধাগ্রস্ত হবে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ, ব্যাহত হবে সরকারের বহুল প্রতিশ্রুতি দারিদ্র্য বিমোচন বাস্তবায়ন...

**Rvjvwb †Z‡ji gj¨ ZvwjKv**

| পণ্যের নাম | আগের দাম | বর্তমান দাম | বাড়ার হার |
|---|---|---|---|
| এলপি গ্যাস (বোতল গ্যাস) | ৪৫০ টাকা | ৪৭৫ টাকা | ৫.৫% |
| অকটেন | ৩৮ টাকা | ৪৫ টাকা | ১৮ % |
| পেট্রল | ৩৬ টাকা | ৪২ টাকা | ১৭% |
| কেরোসিন | ২৬ টাকা | ৩০ টাকা | ১৫ % |
| ডিজেল | ২৬ টাকা | ৩০ টাকা | ১৫% |
| জিবিও | ২২ টাকা | ২৮ টাকা | ২৭% |
| এলডিও | ২২ টাকা | ২৮ টাকা | ২৭% |
| ফার্নেস অয়েল | ১২ টাকা | ১৪ টাকা | ১৭% |
| এসবিপি | ৩২ টাকা | ৩৮ টাকা | ১৯% |
| এমটিটি (তারপিন) | ২৪ টাকা | ৩২ টাকা | ৩৭% |

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি সরাসরি কৃষককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ দুটি পণ্য দেশের কোটি কোটি লোকের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি কৃষকের সেচকাজের ব্যয় বাড়াবে।

অন্যদিকে সামনে রমজান আসছে। রমজানে এমনিতেই জিনিস পত্রের দাম বাড়ে। এবার আরো বেশি বাড়বে যা মানুষকে আরো দুর্ভোগে ঠেলে দেবে। এভাবেই সাধারণ মানুষ ক্রমশ `e¨g‡j¨i যাতাকলে পৃষ্ট n‡"Q। কমছে মানুষের দাম; মানুষের জীবনের দাম।

যদিও সরকারের এই পদক্ষেপে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর চাপ কিছুটা কমাবে। সরকারের নিজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও হিসাবি হতে হবে। অনুৎপাদনশীল ব্যয়, অপচয় ও দুর্নীতি কমানো না গেলে কোনো পদক্ষেপই কোনো কাজে আসবে না।

খুলনা

# লবণ শিল্পে বিপর্যয়

পর্যাপ্ত পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় লবণের আগ্রাসনে খুলনার লবণ শিল্পে ধস নেমেছে। ফলে ব্যাংক ঋণের টাকায় মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে খুলনায় বেশ কয়েকটি লবণ মিল গড়ে উঠলেও বর্তমানে তার সিংহ ভাগে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

লবণ মিল মালিকদের কাছে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ২৫ কোটিরও বেশি টাকা পাওনা রয়েছে। কোনো কোনো মিল মালিক ঋণের টাকা মওকুফের জন্য চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ এই শিল্পের নামে ঋণ নিলেও অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। এখন এখন গা বাঁচাতে মিলগুলোকে কৌশলে অ-লাভজনক দেখিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এই কাজে মিল মালিকের সঙ্গে কিছু অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মিল মালিকদের অনেকে অবশ্য অভিযোগ করে বলেছেন, তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যাংক ঋণ পান না। সামান্য পুঁজি নিয়ে মিল স্থাপন করলেও পরবর্তীতে কাঁচা লবণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চলতি মূলধনের অভাবে বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না। তাছাড়া রয়েছে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় লবণের আগ্রাসন। অবৈধ পথে দেশের অভ্যন্তরে ঢোকা ভারতীয় লবণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। দাম কম থাকায় দেশী লবণের চেয়ে ভারতীয় খোলা লবণের ওপর নির্ভরশীল

# দেরি করে সব ট্রেন ৩ থেকে ৮ ঘন্টা

বিলম্বে ট্রেনের যাত্রা শুরু এবং বিলম্বে গন্তব্যে পৌঁছানো এখন এতোটাই স্বাভাবিক যে, আধঘন্টা দেরিকে এখন যাত্রীরা আর দেরিই মনে করে না। এভাবেই সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে মন্তব্য করলেন কমলাপুর রেলস্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রী আব্দুর রব। তিনি দিনাজপুর

যাবেন বলে তার ট্রেন আন্তঃনগর দ্রুতযানের জন্য অপেক্ষা করছেন ১ ঘন্টার ওপর। এ দৃশ্য কমলাপুরে খুবই স্বাভাবিক।

কমলাপুর থেকে প্রতিদিন ১৬টি আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে যায় এবং ১৬টি পৌঁছায়। প্রতি সপ্তাহে মোট ১১২টি ট্রেন পৌঁছায়। প্রতিটি ট্রেন কখন ছাড়ে এবং কখন পৌঁছায় তা মনিটর করার দায়িত্ব রেল ট্রাফিক কন্ট্রোল বিভাগের। সেখানে কথা বলে জানা গেল, কোনো ট্রেন যদি নির্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট দেরি করে তবুও তারা তাকে নির্দিষ্ট সময় হিসেবেই গণ্য করে। এ হিসেবেও গত ১ সপ্তাহে ১১২টি ট্রেনের মধ্যে মাত্র ৮টি ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে কমলাপুর পৌঁছায়। ৭৭টি ট্রেনের দেরি হয়েছে ১ ঘন্টার ওপর এবং ১৫টি দেরি হয়েছে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার মতো। বাকিগুলো ৪৫ মিনিটের আগে। সবচেয়ে বেশি দেরি করে ঢাকা-খুলনা রুটে চলাচলকারী আন্তঃনগর সুন্দরবন এক্সপ্রেস। কমপক্ষে ৩ ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা পর্যন্ত এটি দেরি করে গন্তব্যে পৌঁছাতে। এর পরেই রয়েছে দিনাজপুরগামী দ্রুতযান এক্সপ্রেস। ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী তুনানিসিন্ধু এক্সপ্রেসের সার্ভিসও খুব খারাপ।

এ তথ্যগুলো সাপ্তাহিক ২০০০কে প্রদান করেছেন কমলাপুরের স্টেশন ম্যানেজার এমএস চৌধুরী। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এত দেরির কারণ কি?

তিনি জানান, কারণ অনেক। বিভিন্ন জায়গায় রোড ক্রসিং থাকায় ট্রেন দ্রুত চলতে পারে না, সিগন্যাল সিস্টেমের সমস্যা, লোকবল, চালক এবং ইঞ্জিন কম ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'আসলে সরকার রেল যোগাযোগের ওপর খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। এখন সড়ক যোগাযোগেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে সমস্যা সমাধানে কোনো পদক্ষেপই সরকার অনুমোদন করছে না। টাকা খরচ না করলে তো আর সার্ভিস ভালো হবে না।' বেসরকারিকরণ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'অবকাঠামো, স্লিপার, স্টেশন, সিগন্যাল এগুলো উন্নত না হলে ট্রেন প্রাইভেট করে কী লাভ? প্রাইভেট ট্রেনগুলোও তো দেরি করে। ইচ্ছা না থাকলেও দেরি করতে হয়।'

আরো জানা যায়, পর্যাপ্ত চালক ও ইঞ্জিন না থাকায় একটি ট্রেন এলে তার চালক ও ইঞ্জিন অন্য একটি ট্রেনে জুড়ে দিয়ে ট্রেন চালান হচ্ছে। যা রীতিমতো বিপজ্জনক।

এভাবেই আমাদের রেল যোগাযোগ দিনে দিনে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হচ্ছে এবং যাত্রী হারাচ্ছে।

**মাহমুদ রাজু**

হয়ে পড়ছে সীমান্ত এলাকার মানুষ।

লবণ ব্যবসায়ীরা জানান, সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, বেনাপোল, যশোর, দর্শনা, হিলি প্রভৃতি এলাকায় দেশী লবণ বিক্রি করার উপায় নেই। এসব এলাকায় চোরাই পথে আসা ভারতীয় লবণ অপেক্ষকৃত কম দামে বিক্রি হয়। উন্নত প্রযুক্তির কারণে দেশী লবণের চেয়ে ওই লবণ দেখতে ভালো মনে হয়। সাধারণ ক্রেতারা দাম কম ও মিহি হওয়ার কারণে ওই লবণের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে দেশী লবণ শিল্পের ওপর।

লবণ মিল মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, খুলনায় মোট ৩৯টি লবণ মিল রয়েছে। এর অধিকাংশই জেলার রূপসা ও ফুলতলা উপজেলায় অবস্থিত। এসব মিলের মধ্যে বর্তমানে ৭-৮টি নিয়মিত চালু থাকলেও বাকিগুলো ৫-৬ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে তিতাস সল্ট, তিস্তা সল্ট, পদ্মা সল্ট, মধুমতি সল্ট, গাফফার সল্ট, মা সল্ট, যমুনা সল্ট, সুন্দরবন লবণ, পূরবী সল্ট, রাজাপুর সল্ট চালু রয়েছে। তাছাড়া জাহানাবাদ সল্ট, রূপসা সল্ট, মিতালী সল্ট, রমনা সল্ট, বরিশাল সল্ট, সৌদিয়া সল্ট, লস্কর সল্ট, রয়েল সল্ট, জাহিদ সল্ট, রূপালী সল্টসহ বেশ কয়েকটি লবণ মিলে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। কোনো কোনোটি মাঝেমধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, সাময়িক চালু হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজারে লবণের ঘাটতি দেখা দিলে সরকার প্রতি বছর লবণ আমদানির জন্য মিলগুলোকে পারমিট দেয়। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা না মেনে প্রকৃত মিল মালিক ছাড়াও সারা বছর উৎপাদন বন্ধ রাখা শুধু সাইনবোর্ডসর্বস্ব মিলককেও অর্থের বিনিময়ে পারমিট দেয়া হয়ে থাকে। সুযোগ সন্ধানী মিল মালিকরা তখন এই পারমিট অন্য কোনো মালিকের কাছে বিক্রি করে ৫-৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পান। বিসিক, খুলনার জেলা প্রশাসক, শিল্প ও বণিক সমিতি এবং লবণ মিল মালিকরা এই শিল্পের ব্যাপারে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেসব সিদ্ধান্ত না মেনে ঢালাওভাবে পারমিট দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে কাঁচা লবণ খুলনার লবণ মিল মালিকরা ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে কাঁচামাল সংকট না থাকলেও আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে সংকট দেখা দিতে পারে এবং দামও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা যায়, চট্টগ্রাম থেকে প্রতি বস্তা কাঁচা লবণ খুলনায় পৌঁছাতে ট্রলার ভাড়াসহ ৩৬০ থেকে ৩৭০ টাকা খরচ পড়ে। এ ক্ষেত্রে আমদানি করা প্রতি বস্তা কাঁচা লবণের মূল্য পড়ে ২৭০ থেকে ২৮০ টাকা।

খুলনা লবণ মিল মালিক সমিতির সভাপতি মাহবুবুল আলম পিটার জানান, উন্নত প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণ প্রদান এবং সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় লবণের আগ্রাসন বন্ধ করা গেলে খুলনায় লবণ ব্যবসার প্রসার ঘটবে। তিনি বলেন, অনেক মিল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

**মল্লিক সুধাংশু,** *খুলনা থেকে*

# সন্ত্রাসীর পরিবর্তন হয় সন্ত্রাসের হয় না

খুলনার বহুল আলোচিত এরশাদ শিকদারের ৬ ও ৭ নং ঘাট এলাকা এখন উত্তপ্ত। এরশাদ শিকদার না থাকলে ও তার গ্রুপের লোকজন এখনো আছে সক্রিয়। তবে গ্রুপের মধ্যে ধরেছে ফাটল। সন্ত্রাসীরা একাধিক গ্রুপ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। দীর্ঘদিনের বিবদমান গ্রুপগুলোর এখন ক্ষমতা পেতে রক্তের হোলিখেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এক সময়ের বন্দর ও শিল্পনগরী খুলনার সন্ত্রাসীদের বড় দু'টি গ্রুপের গডফাদার ছিল এরশাদ শিকদার এবং মোসলেম উদ্দীন খান। এরশাদ শিকদারের অপরাধ জগৎ গড়ে উঠেছিল নগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বড় বাজারসহ ৪ ও ৫ নং ঘাট এলাকা নিয়ে। আর মোসলেম উদ্দীন খানের রাজত্ব ছিল ৬ ও ৭ নং ঘাট এলাকা। তৎকালীন খুলনার ঘাট-সন্ত্রাসের ওই দুই অধিপতি ঘাট-সন্ত্রাসের ওপর ভর করে চুরি, ডাকাতি, হত্যা-গুমের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। সৃষ্টি করে সুবিশাল কিলার বাহিনী। এসব বাহিনীর মধ্য থেকে আবার তৈরি করা হয় উপদেষ্টা, জল্লাদ, ক্যাডার, বোমাবাজ, অস্ত্ররক্ষক, নারী সাপ্লাইয়ার ও অবৈধ অর্থের হিসাবরক্ষক। এরশাদ শিকদারের ফাঁসি ও তার প্রধান কয়েকজন সহযোগী গ্রেপ্তার হলে বাহিনী ভেঙে যায়। তবে তার অস্ত্রভান্ডার থেকে যায় অরক্ষিত। দীর্ঘ দেড় বছর পরও পুলিশ ওই অস্ত্রভান্ডারের একটি অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি।

অন্যদিকে ১৯৯৫ সালে প্রতিপক্ষ এরশাদ শিকদারের বাহিনীর হাতে মোসলেম উদ্দীন খান নিহত হলে তার ছোট ভাই তসলিম উদ্দীন খান বাবুল ৬ ও ৭ নং ঘাটের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। এ সময় বাবুল তার বিধবা ভাবী মারুফা বেগমকে বিয়ে করে এবং ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয়। ২০০৪ সালে বাবুলের রহস্যজনক মৃত্যু হলে মারুফা বেগম ওয়ার্ড কমিশনার এবং ৬ ও ৭ নং ঘাট নিয়ন্ত্রণের প্রাণশক্তি রুজভেল্ট হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সভানেত্রী মনোনীত হন। কিন্তু মারুফা বেগম ঘাট নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ঘটে বিপত্তি। সৃষ্টি হয় একাধিক গ্রুপ। এক সময়ের শীর্ষ খুনি এরশাদ শিকদারের সহযোগী হারুন হাওলাদার খোকা, তোফাজ্জেল হোসেন তোতা, মহম্মদ আলী, জালাল কেরানি গং রুজভেল্ট ইউনিয়ন থেকে মারুফা বেগমকে সরিয়ে ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বর্তমানে তারা খালিশপুর এলাকার এক প্রভাবশালী সরকার সমর্থক এমপির ছত্রছায়ায় ঘাট এলাকা দখলের নেশায় মেতে উঠেছে। তাদের সহযোগিতা করছে খালিশপুর থানার ওসি আশরাফ আলী হাওলাদার।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এরশাদ শিকদার, মোসলেমের মতো বড় মাপের সন্ত্রাসীরা খুন হলেও কাঁচা টাকা এবং সরকারের এক শ্রেণীর নেতার মদদে নিয়মিত নতুন নতুন সন্ত্রাসীর সৃষ্টি করছে। যার ফলে ঘাট এলাকায় সন্ত্রাসীর পরিবর্তন হলেও সন্ত্রাসের পরিবর্তন হয়নি।

**শুভ্র শচীন,** *খুলনা থেকে*

## প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৬ আগস্ট ১৬ সংখ্যায় 'চট্টগ্রামে জঙ্গি তৎপরতা এবং মুফতি ইজহারুল' শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি প্রতিবেদনটির বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অসত্য, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর বলেছেন। তিনি আরো বলেন, '১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সংঘটিত বোমা হামলার ঘটনার প্রতিবাদ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পাঠিয়েছি এবং পরবর্তীতে ঐ ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। এহেন বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশের ফলে আমার সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মানের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।'

**মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী**
**চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট**